মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৫

(১)অতঃপর জেরুসালেম থেকে কয়েকজন ফরিসি ও আলিম হযরত ইসা আ.র কাছে এসে বললেন, (২)"বুজুর্গদের দেয়া যে-নিয়ম চলে আসছে, আপনার সাহাবিরা তা মানে না কেনো? কারণ খাবার আগে তো তারা হাত ধোয় না।" (৩)উত্তরে তিনি বললেন, "প্রচলিত নিয়ম-নীতির জন্য আপনারাই-বা কেনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করো? (৪)আল্লাহ বলেছেন, 'বাবা-মাকে সম্মান করো' এবং 'যে বাবা-মাকে অসম্মান করে তাকে হত্যা করা হোক।'

(৫)কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, যদি কেউ তার মা কিংবা বাবাকে বলে, 'আমার যে-জিনিস দ্বারা তোমার সাহায্য হতে পারতো তা আল্লাহকে দেয়া হয়েছে,' তাহলে বাবা-মাকে তার আর সম্মান করার দরকার নেই। (৬)সুতরাং আপনারা আপনাদের প্রচলিত নিয়মের জন্য আল্লাহর কালাম বাতিল করছেন।

(৭)ভণ্ডের দল! আপনাদের বিষয়ে হযরত ইসাইয়া নবি ঠিক কথাই বলেছেন- (৮)'এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে আর তাদের অন্তর আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। (৯)তারা মিথ্যাই আমার ইবাদত করে। তাদের দেয়া শিক্ষা মানুষের তৈরি কতকগুলো নিয়ম মাত্র।'"

(১০)অতঃপর তিনি লোকদেরকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, "আমার কথা শোনো ও বোঝো, (১১)বাইরে থেকে যা মানুষের মুখের ভেতরে যায় তা মানুষকে

নাপাক করতে পারে না, বরং মানুষের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে।”

(১২)তখন হাওয়ারিরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, “ফরিসিরা যে আপনার একথা শুনে অপমানিত বোধ করেছেন তা কি আপনি জানেন?” (১৩)উত্তরে তিনি বললেন, “যে চারা আমার প্রতিপালক লাগাননি তার প্রত্যেকটি উপড়ে ফেলা হবে। (১৪)ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা অন্ধ হয়ে অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। যদি এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখায়, তাহলে দু'জনেই গর্তে পড়বে।”

(১৫)হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, “দৃষ্টান্তটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।” (১৬)তিনি বললেন, (১৭)“তোমরাও কি এখনো অবুঝ রয়েছো? তোমরা কি বোঝো না যে, যা-কিছু মুখের ভেতর যায় তা পেটের ভেতর ঢোকে এবং শেষে বেরিয়ে নালায় গিয়ে পড়ে? (১৮)কিন্তু যা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তা আসলে অন্তর থেকেই আসে আর সেগুলোই মানুষকে নাপাক করে। (১৯)কারণ অন্তর থেকেই কুচিন্তা, খুন, জিনা, লম্পটতা, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, অপবাদ বেরিয়ে আসে। (২০)এসবই মানুষকে নাপাক করে কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ নাপাক হয় না।”

(২১)হযরত ইসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে টায়ার ও সিডন এলাকায় গেলেন।

(২২)তখনই ওই এলাকার এক কেনানীয় মহিলা এসে চিৎকার করে বলতে লাগলো, “হুজুর, দাউদের বংশধর, আমার প্রতি রহম করুন! আমার মেয়েটিকে ভূতে ধরেছে এবং সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে।” (২৩)কিন্তু তিনি তাকে একটি কথাও বললেন না। তখন তাঁর হাওয়ারিরা এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, “ওকে বিদায় করে দিন, কারণ ও আমাদের পেছনে পেছনে চিৎকার করছে।” (২৪)উত্তরে

তিনি বললেন, “আমাকে কেবল ইস্রাইলের হারানো সন্তানদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

(২৫)কিন্তু সে তাঁর সামনে এসে নতজানু হয়ে বললো, “হুজুর, আমার উপকার করুন।” (২৬)তিনি বললেন, “সন্তানদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ফেলা ভালো নয়।” (২৭)সে বললো, “হ্যাঁ, হুজুর, তবুও মনিবের টেবিল থেকে খাবারের যেসব টুকরো পড়ে তা তো কুকুরেই খায়।” (২৮)তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “মা, সত্যিই তোমার ইমান গভীর! তুমি যেমন চাও, তোমার জন্য তেমনই হোক।” আর তখনই তার মেয়েটি সুস্থ হয়ে গেলো।

(২৯)পরে হযরত ইসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে গালিল লেকের ধারে এলেন এবং একটি পাহাড়ে উঠে সেখানে বসলেন। (৩০)তখন বিরাট একদল লোক খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, বোবা এবং আরো অনেককে সাথে নিয়ে তাঁর কাছে এলো। তারা তাদেরকে তাঁর পায়ের কাছে রাখলো এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন। (৩১)সুতরাং লোকেরা যখন দেখলো যে, বোবারা কথা বলছে, বিকলাঙ্গরা সুস্থ হচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে এবং অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, তখন তারা আশ্চর্য হলো এবং বনি-ইস্রায়েলের আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলো।

(৩২)অতঃপর হযরত ইসা আ. হাওয়ারিদেরকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “এই লোকদের জন্য আমার মমতা হচ্ছে; কারণ আজ তিন দিন এরা আমার সাথে সাথে আছে আর এদের কাছে কোনো খাবারও নেই। ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমি এদের বিদায় দিতে চাই না; কারণ হয়তো এরা পথেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে।” (৩৩)হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, “এই নির্জন জায়গায় এতো লোককে খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত রুটি আমরা কোথায় পাবো?” (৩৪)হযরত ইসা আ. তাদের জিজ্ঞেস

করলেন, “তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে?” তারা বললেন, “সাতটি রুটি এবং কয়েকটি ছোটো মাছ আছে।”

(৩৫)অতঃপর তিনি লোকদের মাটির ওপর বসতে হুকুম দিলেন। (৩৬)তিনি সেই সাতটি রুটি ও মাছগুলো নিলেন। তারপর শুকরিয়া জানিয়ে তা ভাংলেন ও সাহাবিদের হাতে দিলেন আর সাহাবিরা তা লোকদের দিলেন। (৩৭)লোকেরা সকলে পেট ভরে খেলো। পরে তারা পড়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়িয়ে সাতটি টুকরি পূর্ণ করলেন। (৩৮)যারা খেয়েছিলো তাদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বাদে পুরুষের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। (৩৯)অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় করে নৌকায় চড়ে মগ্দন এলাকায় গেলেন।